সিরাতে মুস্তাকিম

পরিচয়, তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ

সম্পাদকীয়

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَّا بَعْدُ:

পুস্তিকাটির মূলপাঠ অর্থাৎ ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহর লেখা রিসালাহর মাঝে কোনো শিরোনাম ছিল না। শিরোনাম বা হেডিং ছাড়া বই পাঠ করা পাঠকের জন্য কিছুটা কঠিন বা অসংলগ্ন লাগতে পারে। তাই পাঠকের জন্য পাঠকে সাবলীল করতে সম্পাদক বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছেন। মূলপাঠ সংক্ষিপ্ত হওয়ায় বিভিন্ন জায়গায় হুবহু অনুবাদ থেকে মর্ম অনুধাবন কঠিন মনে হয়েছে। সেক্ষেত্রে অনুবাদ ছাড়াও প্রয়োজনীয় কিছু কথা ব্র্যাকেটে বা টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

পুস্তিকাটি পেডফিল্ডের ডেস্কে আসার পর নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমাদের সম্পাদনা পরিষদ কাজটি পুনঃনিরীক্ষণ করেছে। অনুবাদক ও সম্পাদকের দক্ষতায় ছোট্ট কলেবরের এ-পুস্তিকায় উল্লেখযোগ্য কাজ না থাকলেও দুয়েক জায়গায় অনুবাদ ও রেফারেন্সের সংশোধন বা মানোন্নয়ন করা হয়েছে। সেই সাথে সমন্বয় করা হয়েছে আমাদের বানান ও ভাষারীতির আদলে।

অনুবাদক, সম্পাদক ও নিরীক্ষকের সকল প্রচেষ্টার পরেও মানুষ মাত্রই ভুল থাকার সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাই পাঠকের কাছে বিনীত অনুরোধ, বইটিতে যে-কোনো ধরনের ভুল দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করবেন।

সূচিপত্র

হাদিসের আলোয় সিরাতে মুস্তাকিম **৯**

হাদিসের ব্যাখ্যা..... ১০

সিরাতে মুস্তাকিম কাকে বলে? ১১

যুগে যুগে ইসলাম ও সিরাতে মুস্তাকিম **১৫**

সামগ্রিক অর্থে ইসলাম..... ১৫

যে-পথ কেবল অনুগ্রহপ্রাপ্তদের ১৭

বিশেষ অর্থে ইসলাম ১৮

আল্লাহর আদেশ পালন, নয়তো শয়তানের অনুসরণ..... ১৮

আমৃত্যু আল্লাহর আনুগত্যের নামই ইসলাম ২১

আল্লাহর নির্ধারিত সীমা..... ২৩

উদাহরণ..... ২৬

যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা মেনে চলে..... ২৯

আল্লাহর আমানাত ৩৩

কুপ্রবৃত্তি : সরল পথের বিপত্তি **৩৮**

সরল পথের আহ্বায়ক কুরআন ৩৯

মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইনে বর্ণনা করে বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদিসটি সহিহ। এর কোনো ত্রুটি আছে বলে আমার জানা নেই।

সিরাতে মুস্তাকিম কাকে বলে?

কুরআনের বহু জায়গায় সিরাতে মুস্তাকিম তথা 'সরল পথ' শব্দবন্ধের উল্লেখ রয়েছে। যেমন, সূরা ফাতিহায় আছে—

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۞

"আমাদেরকে সরল পথ দেখান—সেসকল লোকের পথ, যাদেরকে আপনি নিয়ামাত দান করেছেন; তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি আপনার গজব পতিত হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট।"[৪]

এখানে সিরাতে মুস্তাকিম বা সরল পথ দ্বারা আল্লাহর কিতাবকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহর কিতাবে রয়েছে ইসলামের ব্যাখ্যা, বিবরণ, বিশদ বর্ণনা ও দাওয়াত।

হযরত জাবির রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, "সরল পথ হলো ইসলাম; আর ইসলাম আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে—সব থেকে প্রশস্ত।" যেমন, আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লা বলেন—

قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ۞ يَهْدِى بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞

"আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, তিনি তাদেরকে এর (অর্থাৎ, কিতাব ও নূরের) মাধ্যমে শান্তির পথ দেখান এবং

[৪] সূরা ফাতিহা : ৬-৭

আমার অভিভাবক। আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং আমাকে সালিহিনের সাথে মিলিত করুন।”[১৯]

যে-পথ কেবল অনুগ্রহপ্রাপ্তদের

সূরা ফাতিহায় আল্লাহ তাআলা সরল পথের বর্ণনা দিয়ে বলেন—“সেসকল লোকের পথ, যাদেরকে আপনি নিয়ামাত দান করেছেন।”[২০]

আল্লাহ তাআলা যাদেরকে নিয়ামাত দান করেছেন, তাদের কথা বর্ণনা করেছেন সূরা নিসার ৬৯ নং আয়াতে। এ-আয়াত অনুযায়ী তারা চার শ্রেণির লোক। যথা—নবী-রসূলগণ।সিদ্দীকগণ।[২১]শহীদগণ।সৎকর্মশীলগণ।

সুতরাং কুরআন থেকে এটা সাব্যস্ত যে, এ চার শ্রেণির সকলেই সরল পথের ওপর থেকেছেন। যার ওপর আল্লাহ তাআলার ক্রোধ আপতিত হয়েছে, সে ব্যতীত কেউই তাদের পথ থেকে বিমুখ হতে পারে না। (সরল পথ থেকে যারা বিমুখ, তাদের মধ্যে) কেউ সরল পথ চেনে, কিন্তু ইয়াহুদী ও মুশরিকদের মতো ইচ্ছা করে ভুল পথে চলে। আবার কেউ তার জ্ঞানহীনতা ও মূর্খতার কারণে ভুল পথে চলে—আর ধারণা করে যে, সে ঠিক পথেই আছে।

(ইসলাম একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হওয়ার যৌক্তিকতা এই যে, শাব্দিক অর্থেই) ইসলামের তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করা এবং তাঁর আদেশ পালনার্থে অনুগত হয়ে থাকা।

---

[১৯] সূরা ইউসুফ : ১০১

[২০] প্রাগুক্ত।

[২১] সিদ্দীক—এমন ব্যক্তি, যিনি সত্যের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছেন। ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘সিদ্দীক হলো ওই বক্তি, যিনি সবসময় মুখের কথাকে কাজে রূপান্তরিত করেন।’ [ইমাম কুরতুবী, তাফসিরুল কুরতুবী : ৫/২৭২] হাফিজ ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসরণকারীই সিদ্দীক।’ [ইবনুল কাইয়িম, মাদারিজুস সালিকিন : ২/২৫৮]। -নিরীক্ষক

আমৃত্যু আল্লাহর আনুগত্যের নামই ইসলাম

ইসলাম মূলত আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং অনুগত ও অবনত থাকার নাম।

হাদিসে জিবরীলে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন—

شَهادةُ أن لا إلَهَ إلَّا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ وإقامُ الصَّلاةِ وإيتاءُ الزَّكاةِ وصَومُ رمضانَ وحَجُّ البَيتِ.

"ইসলাম হলো এ-কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল, সলাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সাওম রাখা এবং হজ করা।"[২৭]

অন্য হাদিসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ইসলামের ভিত্তি হলো এই পাঁচটি বিষয়ের ওপর।" অর্থাৎ, এই পাঁচটি ভিতের ওপরই ইসলাম স্থাপিত। যা ব্যতীত (ইসলামের) ভবন টিকতে পারে না। বাকি সব আমল এই পাঁচ রুকনের অন্তর্ভুক্ত।[২৮]

আবু দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু[২৯] সূত্রে বর্ণিত হাদিসে এবং হুযাইফা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত মারফু ও মাওকুফ[৩০] সূত্রে বর্ণিত হাদিসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদকে ইসলামের আটটি অংশের একটি হিসেবে গণ্য করেছেন।"[৩১, ৩২]

---

[২৭] সহিহ মুসলিম : ৮; মুসনাদু আহমাদ : ১৯১।

[২৮] সহিহুল বুখারী : ৮; সহিহ মুসলিম : ১৬।

[২৯] যে হাদিসের সনদ বা বর্ণনা-পরম্পরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মারফু (مرفوع) হাদিস বলে। -নিরীক্ষক

[৩০] যে হাদিসের সনদ বর্ণনা-পরম্পরা ওপরের দিকে সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাওকুফ (موقوف) হাদিস বলে। -নিরীক্ষক

[৩১] মুসনাদুল বাযযার : ২৯২৭।

[৩২] আবার অন্য এক বর্ণনায় এসেছে—পাঁচটি স্তম্ভ উল্লেখের পর নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি

কুপ্রবৃত্তি : সরল পথের বিপত্তি

প্রবৃত্তির অনুগামী সবার অবস্থা একই। তারা উপদেশ-নসিহাতে নিবৃত হয় না। প্রবৃত্তি কখনও চুরি, ব্যভিচার, মদপান, ইত্যাদির মতো ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবযোগ্য অপরাধের দিকে আহ্বান করে; কখনও ক্রোধ, বিদ্বেষ, হঠকারিতা বা হিংসা জাতীয় মন্দ স্বভাবের দিকে প্ররোচিত করে; আবার কখনও দ্বীনের ব্যাপারে ভ্রান্ত কোনো মতবাদের দিকে উদ্বুদ্ধ করে। সবই সমান।

তবে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে ওই ব্যক্তির অবস্থা, যে কোনো ভ্রান্ত ও সংশয়পূর্ণ মতবাদের ব্যাপারে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। এরপর ওই ব্যক্তির অবস্থা, যে ক্রোধ, বিদ্বেষ, হঠকারিতা বা হিংসা—ইত্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। এরপর ওই ব্যক্তির অবস্থা, যে ইন্দ্রিয়ানুভূত প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।

এজন্য প্রচলিত কথা আছে, 'যে প্রবৃত্তির কারণে নাফরমানি করে, তার ব্যাপারে আশা করা যায়। কিন্তু অহমিকা-বশত যে গুনাহ করে, তার ব্যাপারে (ফিরে আসার) আশা রাখা যায় না।'

বলা হয়, 'শয়তানের কাছে অন্যান্য গুনাহ থেকে বিদআত বেশি প্রিয়। কারণ, সকল গুনাহ থেকে তাওবা করলেও কেউ বিদআত থেকে তাওবা করে না। কারণ, মানুষ বিদআতকে দ্বীন মনে করে।'

মূলকথা হলো, নাফ্স ও প্রবৃত্তি—এ-দুটি মানুষকে প্ররোচিত করতে থাকে, যেন সে হারামের প্রবেশপথ উন্মুক্ত করে, হারামের পর্দা ছিন্ন করে এবং যেন হারামে লিপ্ত হয়। (প্রতিষেধক-স্বরূপ) আল্লাহ দু'জন আহ্বানকারী সৃষ্টি করে

ওহে! চিন্তিত হও, হাসছে বার্ধক্য তোমার,
প্রভাতের আলো শেষে নেমেছে সাঁঝের আঁধার
ভ্রষ্টতা থেকে হুঁশিয়ার নাফ্‌স হুঁশিয়ার!
সরু পুলসিরাত হতে হবে পার।
পুলসিরাত ছাড়াও আছে একটি ধাপ অজানা,
বন্ধুর কথাও যেখানে বন্ধুর মনে রবে না।
তুমি দেখবে সেখানে দৃশ্য হাত কামড়ানোর,
অন্তরের কম্পন ও অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার,
শুনতে পাবে কান্না আর বুকফাটা চিৎকার।
তাদের জন্য হবে গলিত রক্ত-পুঁজের খাবার,
তাদের অস্থি-মাংস সব পুড়ে হবে ছারখার।

ইবরাহীম ইবনু আদহাম বলেন, 'হালাল ভক্ষণ করো আর যা ইচ্ছা দুআ করো। (কেননা দুআ কবুলের শর্ত হলো হালাল ভক্ষণ।)'

কবির অভিব্যক্তি—

ভালোবাসা দিয়ে অন্তরে খিল এঁটেছি,
যেন সেখানে তুমি ছাড়া আর কেউ না থাকে।
যদি পারতাম চোখ বুজে থাকতে,
দেখতাম না কিছুই ভবে তোমাকে দেখার আগে।
ভালোবাসায় থেমে যায়ও যদি স্পন্দন,
তবু হৃদয় নয়—তোমায় ভালোবাসি পুরো অস্তিত্ব জুড়ে।
অপরের কাজ সবই আমার অপছন্দ,
তবে তুমি করলে তাতে বোধ করি স্বাচ্ছন্দ্য।
বন্ধুমহলে পাই একজনেরই ভালোবাসা,